দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন

দেশে কারিগরি শিক্ষার বিকাশের ওপর আমরা বরাবরই গুরুত্বারোপ করিয়া আসিতেছি। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই শিক্ষাকে প্রধান ধারায় পরিণত করিবার দাবিও আজ জোরালো হইতেছে। কিন্তু এই শিক্ষার প্রসার মোটামুটি সন্তোষজনক হইলেও সাধারণ শিক্ষার মতো এই শিক্ষা ব্যবস্থারও মান নিয়া দেখা দিতেছে নানা প্রশ্ন। যেহেতু ইহা প্রধানত হাতেনাতে শিক্ষার বিষয়, তাই এই ব্যাপারে আপস করা চলে না। গত মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত ইত্তেফাকের এক খবরে বলা হইয়াছে যে, বিশেষত বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের শিক্ষার মান আজ দিন দিন নিম্নমুখী হইতেছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, দেশে ৪৬১টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রহিয়াছে। তন্মধ্যে ভালো মানের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র ৩০টি। অবশিষ্ট চার শতাধিক প্রতিষ্ঠানের মান নিয়া খোদ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তারাও সন্দিহান। কারণ, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপ নাই। ল্যাবরেটরি থাকিলেও তাহাতে নাই পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ। নাই অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাও।

কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নে বোর্ডের কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রহিয়াছে। কিন্তু সেই নীতিমালা যথাযথভাবে মানিয়া না-চলায় বা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকায় এই হতাশাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। এইসব সমস্যা দেখভাল করা এবং মান তদারকির জন্য কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের পরিদর্শকের নেতৃত্বে রহিয়াছেন একাধিক কর্মকর্তা। কিন্তু তাহারা নিয়মিত পরিদর্শনে যান না বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। পরিদর্শনে গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, যন্ত্রপাতি দ্বারা ল্যাব ঠিকই সাজানো রহিয়াছে। কিন্তু পরিদর্শন শেষ হইতেই তাহা আবার উধাও হইয়া যায়। ইহা শিক্ষার্থীদের সহিত প্রতারণার নামান্তর। তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া ফায়দা লুটিতেছে অনেকে। বোর্ডের নীতিমালায় একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কত বর্গফুটের কতটি কক্ষ, কতটি ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপ থাকিতে হইবে—তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রহিয়াছে। কিন্তু কাজীর গরু যেমন কেতাবে আছে গোয়ালে নাই, তেমনি বাস্তবে নাই এইসব সুন্দর সুন্দর নীতির প্রতিফলন। এমনকি এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকটও বিদ্যমান। ইহাও মানসম্মত কারিগরি শিক্ষার অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক।

বর্তমানে আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষার হার প্রায় ১৪ শতাংশ। সরকারের লক্ষ্য আগামী ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২০% এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৪০%-এ উন্নীত করা। সরকারের এই লক্ষ্যমাত্রা যথার্থ। কিন্তু যদি এই শিক্ষার মান উন্নত না হয়, তাহা হইলে এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও একসময় বেকারত্ব তৈরির কারখানায় পরিণত হইতে পারে। এই শিক্ষার সিলেবাস নিয়মিত সংস্কার তথা যুগোপযোগী করা অপরিহার্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী সাবজেক্ট বা বিষয়ের মধ্যেও আনা দরকার বৈচিত্র্য। দেশে বর্তমানে তরুণ তথা কর্মক্ষম জনসংখ্যার আধিক্যে যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড চলিতেছে, তাহার সদ্ব্যবহারে কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন উভয়টাই অত্যাবশ্যক। আমাদের মনে রাখা দরকার, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও মান বৃদ্ধিতে জোর দেওয়ার কারণেই বাংলাদেশের চাহিতে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার জিডিপির হার আজ অনেকগুণ বেশি। অথচ ১৯৭০ সালে এই দেশগুলির জিডিপি আমাদের প্রায় সমকক্ষ ছিল। কারিগরি শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যে হয় না, তাহা নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হইল, দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে ইহার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যেমন ঠিকমত খরচ করা হয় না, তেমনি অর্জিত হয় না লক্ষ্যমাত্রাও। আমরা এই শিক্ষার উন্নয়নে এইসব প্রতিবন্ধকতা আর দেখিতে চাহি না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..................
তারিখ..................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগত্যার্থে
স্বাক্ষর